‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

গ্রামীণ পানিপথ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ কৌশল

আগস্ট ২০২২

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

০১.পটভূমি

১.১ পানিপথ বাংলাদেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। শ্রেণিবিভক্ত পানিপথের একটি অংশ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানের পরিচালিত হয়। এর বাইরে গ্রামীণ অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্যা নদ-নদী, খাড়ি, নালা, বিল, হাওর, বাওড় ও জলাধার। গ্রামীণ জনপরে অবস্থিত বিস্তৃত এ জলাধার পরিচালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেয়। বিস্তৃত এ পানিপথ একটি পরিচালন কাঠামোর আওতায় আনার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভুত হচ্ছে। এ পরিচালন পরিকাঠামো তৈরি ও বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এর সম্পৃক্তা নিশ্চিতকরণে কৌশল প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাও উঠে আসছে। গ্রামীণ পানিপথ খনন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সারাবছর চলাচলের উপযোগী রাখা গেলে তা দেশের পরিবহন, কৃষি, মৎস্য, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যে ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলবে।

১.২ একটি সমৃদ্ধ দেশের রূপকল্প বিবেচনায় বর্তমান সরকার বেশকিছু যুগান্তরকারী নীতিপরিকল্পন প্রণয়ন করছে। যার মধ্যে রয়েছে- অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং বর্তমান সরকারের সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮। এসব উন্নয়ন পরিকল্পনায় কেবল জাতীয় পানিপথ না গ্রামীণ পানিপথের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষত ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ তা স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। আরেকটি বিষয় হলো স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর ইতোমধ্যে গ্রামীণ পানিপথ জাতীয় নীতিমালা খসড়া প্রণয়ন করেছে।

১.৩ গ্রামীণ পানিপথের নাব্য সংকট সবচেয়ে বড় সমস্যা। মূলত বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া, উজান থেকে অনিয়মিত পানিপ্রবাহ, দূষণ, দখল, অবৈধ অবকাঠামো, পলি জমা এবং খননের অভাবে জাতীয় ও গ্রামীণ উভয় পানিপথ ক্রমশ গতিময়তা হারাচ্ছে, হয়ে পড়ছে ক্রমশ সংকুচিত। বর্ষাকালে যখন পানিপ্রবাহ স্বাভাবিক থাকে তখন নৌপথের বিস্তৃতি অনেক বেড়ে যায় কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে তা অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

১.৪ যথাযথ কর্তৃপক্ষ না থাকায় গ্রামীণ পানিপথ পরিচালন কাঠামো গড়ে উঠেনি। পানিপথের উন্নয়ন, পরিবহন, নৌযানের লাইসেন্সিং, ফিটনেট, যাত্রী নিরাপত্তা, ভাড়া, ইজারা, ঘাট, প্লাটুন ও সংযোগ সড়ক, পণ্য-যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। এ বিস্তৃত জলাধার থেকে যতটুকু সুবিধা পাওয়া গেছে তার চেয়ে অনেকবেশি নেওয়া যেতো। কিন্তু এ পানিপথ উন্নয়নে যে অঙ্গীকার ও বিনিয়োগ দরকার ছিল তা চাহিদার অনুপাতে ছিল অপ্রতুলন। প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্ততা ও নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওপর দায়িত্ব অর্পণ একটি বড় ইস্যু হিসেবে বিদ্যমান।

১.৫ ২০১৮ নির্বাচনী ইশতেহারে একটি বিশেষ অঙ্গীকার হলো 'আমার গ্রাম-আমার শহর': প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ। সুষম, সমতাভিত্তিক ও অন্তভুর্ক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সরকার এ বিশেষ অঙ্গীকার ঘোষণা করে। শহরের সকল সুবিধা গ্রামে সম্প্রসারণের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। যার অন্যতম একটি বিষয় হলো দেশজুড়ে শক্তিশালী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। যার সঙ্গে মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টের নিবিড় সংযোগ রয়েছে। পানিপথ গরিব বা স্বল্পআয়ের মানুষের যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবে বিবেচিত। পানিপথে পণ্য ও যাত্রী পরিবহন অনেক বেশি সাশ্রয়ী।

১.৬ ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’: প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় শহরের নাগরিক সুবিধা গ্রামে সম্প্রসারণে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেগুলো উত্তরণে বিভিন্ন ধরনের সমীক্ষা হাতে নেওয়ার হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ পানিপথ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সম্পৃক্ততা কীভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে একটি সমীক্ষা সম্পাদন করা হয়। এমনবাস্তবতায় গ্রামীণ পানিপথ পরিচালন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততার ক্ষেত্র, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহ অনুসন্ধান ছিল এ সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সমীক্ষা সম্পাদন শেষে প্রাপ্ত ফলাফল ও সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পৃক্তকরণে বিবেচনায় একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়, যা নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

১.৭ কৌশলের সার্বিক লক্ষ্যে

গ্রামীণ পানিপথে নৌযান, সার্বক্ষণিক, নিরাপদ, নির্বিঘ্ন এবং যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার মান উন্নতকরণে করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা জোরদারকরণ

১.৭.১ কৌশলের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য:

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা জোরদারকরণের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের জনগণ যাতে সহজে পানিপথনির্ভর সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ পরিবহণ সেবা পায় তা নিশ্চিত করা;
- পণ্য ও যাত্রী পরিবহণের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন;
- অন্যান্য পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পানিপথ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে নিরাপদ পরিবহণ পরিবর্ধন ও দুর্ঘটনা হ্রাস;
- জীবনজীবিকার নিরাপত্তা, জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ।

১.৮ সমীক্ষা পদ্ধতি ও পরিক্ষেত্র

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ পদ্ধতিকে ত্রিমাত্রিক অ্যাপ্রোচ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মূলত উত্তরদাতাদের মতামত ও প্রতিক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে। এ সমীক্ষায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ ডিসকাসশন, সাক্ষাৎকার এবং প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে বিশ্লেষণ দাঁড় করানো হয়েছে। সমীক্ষায় সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলা, নোয়াখালীর জেলার হাতিয়া উপজেলা, ভোলা জেলার মনপুরা উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা ও রাঙ্গাবালি উপজেলার গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থা ও যোগাযোগচিত্র অনুসন্ধান করা হয়েছে। মূলত বর্তমান পানিপথকেন্দ্রিক পরিবহনচিত্র, সমস্যা, সম্ভাবনা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততার বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

অর্থাৎ গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা ও এর পরিচালনা সেবার মানোন্নয়নের জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে সেদিকগুলোর ওপর বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। সমীক্ষায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, যাত্রী, যানচালক ও মালিক ও ঘাটের ইজারা সমিতিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক আইন ও নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। এ সার্বিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে এ গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থা পরিচালনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা ও ভূমিকার জোরদারকরণের লখ্যে নিম্নোক্ত কৌশলত্রের রূপরেখা প্রণয়ন করা

হয়া। ভবিষ্যতে বর্ধিষ্ণু পরিসরে গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা পেতে এ কৌশলপত্র বিশেষভাবে সহায়তা করবে।

১.৯ কৌশলপত্রের কর্মপরিধি

গ্রামীণ পানিপথ হলো-শ্রেণিবিভাজিত আইডাব্লিউটি নেটওয়ার্ক বহির্ভূত প্রধানত পল্লী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত পানিপথ। গ্রামীণ পানিপথের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে অন্যান্য পরিবহণ মাধ্যম যা সমন্বিত গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে। এ কৌশলপত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে গ্রামীণ পানিপথ নৌযান চলাচলের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুসঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ করে জনপদ, সামাজিক ও অর্থনীতিক সেবাকেন্দ্র, প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। দেশজুড়ে বিন্যস্ত গ্রামীণ পানিপথ এ কৌশলের পরিধিভুক্ত হবে। এ কৌশলপত্রের সুচারু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কেন্দ্রে রেখে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

২.০ গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

২.১ অভ্যন্তরীণ পানিপথের শ্রেণিবিন্যাস

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডাব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থাসহ সুনির্দিষ্ট নাব্য নৌপথের উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত। বর্ষাকালে প্রায় ৬,০০০ কিলোমিটার পানিপথে বড় আকারের নৌযান চলাচল করতে পারে; শুষ্ক মৌসুমে তা ৩,৬০০ কিলোমিটারে নেমে আসে।

বিশ্বব্যাংক ২০07 সালে রিভাইভাল অব ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট: অপশানস্ এন্ড স্ট্রাটেজিস ও মাস্টারপ্ল্যান স্টাডি রিপোর্ট ২০০৯-এ অভ্যন্তরীণ নৌপথ পুনঃশ্রেণিবিন্যস্তকরণসহ রক্ষণাবেক্ষণ-উপযোগী রুট নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। শ্রেণিবিন্যস্ত আইডব্লিউটি রুট সংলগ্ন স্থানসমূহে বিআইডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর ও ঘাটের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। প্রাকৃতিক ও পানিপ্রবাহের কারণে নদীগুলোর অবস্থা ক্রমশ নাজুক হয়ে পড়েছে ফলে বিআইডাব্লিউটি-এর পক্ষে এ পানিপথ নেটওয়ার্কের নাব্য ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শ্রেণিবিন্যস্ত নেটওয়ার্ক বহির্ভূত বিস্তৃত পানিপথ প্রধানত গ্রামীণ অঞ্চলে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবহন সেবা প্রদান করে আসছে। আইডাব্লিউটিএ-এর মাস্টারপ্ল্যান গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় দশ লক্ষ দশ হাজার অমানসম্মত ইঞ্জিনচালিত নৌযান গ্রামীণ পানিপথে পরিবহন সেবা দিয়ে আসছে। গ্রামীণ পানিপথ ও গ্রামীণ নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট সমূহ নিম্নরূপ:

- অনানুষ্ঠানিক খাতের সক্ষমতা এবং সেবার পরিমাণ অদ্যাবধি মূল্যায়ন করা হয়নি; তবে এটা ধারণা করা হয় যে, আনুষ্ঠানিক নৌপথের তুলনায় এর পরিমাণ অনেক বেশি;
- দক্ষ ও নিরাপদ পরিবহনের নিশ্চয়তা সৃষ্টিতে নৌকার মালিকদের সামর্থ্য নেই।
- সরকারি সহায়তা ও স্বীকৃতির অভাব রয়েছে;
- গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নকে একটি পশ্চাৎপদ ধারণা হিসেবে দেখা হয় ফলে এই পানিপথ উন্নয়নের জন্য কোনো ব্যয় বরাদ্দ পাওয়া যায় না।

অতিঘন বসতি দেশ হিসেবে সবার জন্য সমতাভিত্তিক ও প্রয়োজনীয় সুবিধা সম্বলিত পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা বেশ দুরুহ কাজ। বাংলাদেশ সরকার দেশব্যাপী দ্রুতবর্ধনশীল সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে কিন্তু উন্নয়ন পরিকল্পনায় পানিপথের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। গ্রামীন পানিপথের উন্নয়ন হলে তা কেবল স্থানীয় বা গ্রামীণ ব্যবসা-বাণিজ্য বা পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সুফল দিবে না অধিকন্তু শ্রেণিভুক্ত আইডাব্লিউটি নেটওয়ার্কে নৌযান চলাচলের মাত্রাও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করবে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ পানিপথের অধিকাংশ রুটে নাব্যতা নেই এমনকি শুষ্ক মৌসুমে ছোটআকারের নৌকা এসব রুটে চলতে পারে না। খুব অল্পসংখ্যাক পানিপথে নাব্যতা রয়েছে তবুও শুষ্ক মৌসুমে নাব্য সংকটের কারণে এসব পানিপথে নৌযান চলাচল করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে এসব পানিপথে নাব্য ফিরে আসলে তা গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পানিপথ নেটওয়ার্ককে বৃহৎঅর্থে দু'ভাগে ভাগ করা হয়;

ক) **জাতীয় পানিপথঃ** দেশের সমুদ্র বন্দর, বড় ও মাঝারি নৌ-বন্দর, গুরুত্বপূর্ণ ঘাট ও ল্যান্ডিং স্টেশনসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী নৌপথসহ বিভিন্ন সময়ে নির্ধারিত আন্তঃদেশীয় রুট যা আইডাব্লিউটি নেটওয়ার্ক হিসাবে পরিচিত তা জাতীয় পানিপথ হিসাবে পরিগণিত হবে;

খ) **গ্রামীণ পানিপথঃ** আইডাব্লিউটি এর শ্রেণিভুক্ত পানিপথের বাইরে বাকি পানিপথ যা উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রোথসেন্টার, মার্কেট, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত তা গ্রামীণ পানিপথ হিসেবে গণ্য হবে।

২.২ বাংলাদেশে ২৪,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ পানিপথ রয়েছে, যার মধ্যে ৫,৯৬৮ কিলোমিটার শ্রেণিবিভাজিত অভ্যন্তরীণ পানিপথ (আইডাব্লিউটি) যা হাল্কা ও ভারি অভ্যন্তরীণ নৌযান (আইডাব্লিউটি) চলাচলের নেটওয়ার্ক হিসেবে চিহ্নিত। অবশিষ্ট পানিপথ মূলত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত যা গ্রামীণ নৌযান চলাচলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ পানিপথে ১০ লাখের ওপর বিভিন্ন ধরনের নৌযান চলাচল করে এবং পল্লিজনপদের প্রায় ৫০ শতাংশ মানুষ চলাচলের জন্য এ নৌপরিবহন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশের ওপর এ গ্রামীণ পানিপথের রয়েছে বিস্তৃত প্রভাব। অদ্যাবধি কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা আইডাব্লিউটি আওতায় শ্রেণি বিভাজিত পানিপথ নেটওয়ার্কের বাইরে বিদ্যমান গ্রামীণ পানিপথসমূহ উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এ গ্রামীণ পানিপথ কৌশল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচণের লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক নেটওয়ার্কের পাশাপাশি গ্রামীণ পানিপথসমূহকে সম্পৃক্ত করে একটি কার্যকর ও টেকসই গ্রামীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

২.৩ গ্রামীণ পানিপথ পরিচালনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা এ প্রেক্ষিতে গ্রামীণ পানিপথ পরিচালনায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে একটি জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়ন ও অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। ইতিমধ্যে গ্রামীণ পানিপথসমূহের ব্যবহার উপযোগীতার ও গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, জনগণের যোগাযোগ সহজ ও চলাচল অধিকতর গতিশীল করতে উন্নত, দক্ষ ও নিরাপদ গ্রামীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্তে ব্যবস্থাপনাগত, কারিগরি এবং আর্থিক বিষয়ে দিকনির্দেশনা স্থিরকরণে এ কৌশলপত্রটি প্রণয়ন করা হচ্ছে। কীভাবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকর সম্পৃক্ততা বাড়িয়ে গ্রামীণ পানিপথসমূহ সচল ও কার্যকর রাখা যায় এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় গ্রামীণ পানিপথ নেটওয়ার্ক অধিভুক্ত করা যায় এ কৌশলাপত্রে সেই দিকসমূহের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩.০ কৌশলসমূহ

গ্রামীণ পানিপথ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে বেশকিছু কৌশল প্রস্তাব করা হচ্ছে। এ প্রস্তাবনার মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে এতদ্বসংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন। সমীক্ষা প্রতিবেদনে প্রাপ্ত মাঠভিত্তিক তথ্য ও অংশীজনদেও মতামত ও প্রাসঙ্গিক ডকুমেন্ট পর্যালোচনা সাপেক্ষে যেসব কৌশলসসমূহ যুতসই মনে হয়েছে সেগুলো তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. স্বল্পমেয়াদী কৌশল;
২. মধ্যমেয়াদী কৌশল; ও
৩. দীর্ঘমেয়াদী কৌশল

স্বল্পমেয়াদী কৌশলঃ

স্বল্পমেয়াদী কৌশল হলো সেসব কৌশল যা অতিদ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। মূলত, তথ্যায়ন, গবেষণা ও আশু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা স্বল্পমেয়াদী কৌশল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। কৌশলগুলো হলো-

কৌশল-০১: **স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততার ভিত্তিতে গ্রামীণ পানিপথের পরিসংখ্যাপত্র (inventory) তৈরি**

গ্রামীণ পানিপথের নেটওয়ার্কসহ নদী ও খালের তীরবর্তী স্থানসমূহে বিদ্যমান ঘাট, স্টেশন, ওঠানামার স্থান এবং এগুলিতে বিদ্যমান সুবিধাদির একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার তৈরি জরুরি। এই তথ্যভান্ডারের ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ পানিপথ এবং নৌপরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

- এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকারভিত্তিতে দেশব্যাপী গ্রামীণ পানিপথ, বিদ্যমান সুবিধাদির একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার প্রস্তুত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করবে
- নদীর আকার, নাব্যতার তথ্য, ভৌগলিক অবস্থান, ~~নদীপথের~~ রুটের উৎস ও গন্তব্যের ভিত্তিতে গ্রামীণ পানিপথসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হবে;
- প্রতিটি রুটের পৃথক স্বতন্ত্র্য নাম্বার নির্ধারণ;
- সরকারি সংশ্লিষ্ট জাতীয় ইনস্টিটিউটসমূহ এলজিইডিকে এই ডাটাবেইজ তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

গ্রামীণ পানিপথ অগ্রাধিকার নির্ধারণ

বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার এক বৃহৎঅংশ যোগাযোগের জন্য একমাত্র গ্রামীণ পানিপথ ব্যবহার করে। অগ্রাধিকার নির্ধারণের সময় এসব এলাকার দরিদ্রতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। সড়কের সঙ্গে সংযোগ বা সহজলভ্য পরিবহণের বিষয়টিও বিবেচনায় নিতে হবে। প্রতিটি রুটের যোগাযোগের গুরুত্ব এবং তা থেকে কী কী সুবিধা পাওয়া যাবে তা যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে বিনিয়োগ থেকে যথেষ্ট সুবিধা অর্জন করা যায়। বিনিয়োগের জন্য অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং অন্যান্য লক্ষ্যগুলোসমূহ নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর আলোকে সম্পাদন
করা হবে÷

- যে সকল জনপদে কেবল পানিপথ একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম এবং যেখানে রয়েছে গ্রোথসেন্টার, গ্রামীণ হাটবাজার, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সরকারি

সেবাসমূহ;
- এলাকার দারিদ্রের হার
- পরিবহে গুরুত্ব, পর্যটনের সম্ভাবনা এবং এসব রুটের উৎপাদনশীলতা
- অন্যান্য পরিবহন মাধ্যমের উপস্থিতি
- পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়াদি।

কৌশল-০১: গ্রামীণ পানিপথের পরিসংখ্যাপত্র অগ্রাধিকার তৈরিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. গ্রামীণ পানিপথের সার্বিক চিত্র নিরূপন	১. জরিপ পরিচালনা ২. অগ্রাধিকার ও শ্রেণিবিন্যস্তকরণ ৩. অর্থ ও লোকবল নিয়োগ	বিআইডাব্লিউটিএ, ওয়াটার বোর্ড, নদী কমিশন, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এনআইএলজি, বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএচিই, এলজিইডি, আইডাব্লিউটি
২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ		
৩,শ্রেণিবিন্যস্তকরণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্তকরণ		

কৌশল-০২: গ্রামীণ পানিপথে চলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও দুর্ঘটনামুক্ত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তদারকি জোরদারকণ ও জনসচেতনা বৃদ্ধি

পানিপথে চলাচল নিরাপদ করতে নিরাপদ সুরক্ষা সমজ্ঞাম, রাতে চলাচলের জন্য আলো, টয়লেট ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ যাত্রী ও নৌযানের অপারেটরদের উৎসাহিত করা এবং সার্বিক যাত্রী সেবার মান উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা স্থিরকরণ জরুরি। বিদ্যমান আইনী কাঠামোর মধ্যে গ্রামীণ পানিপথের জন্য নৌযানসমূহ নির্মাণ ও পরিচালনার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নেই। সরকার কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন কমিটি নিরাপদ নৌ-পরিবহনের নিশ্চয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গ্রামীন নৌকা ও নৌযানকে একটি আইনগত কাঠামোয় আনার সুপারিশ করেছে। পানিপথ চিহ্নিতকরণ ও ল্যান্ডিং সুবিধাদির অভাব গ্রামীণ নিরাপদ পানিপথ তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি তৈরি করে। নৌযান চালকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কোনো প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই।

- নিরাপদে ওঠানামার জন্য ল্যান্ডিং সুবিধাদি উন্নয়ন করা হবে;
- নৌযান চালক ও নৌকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে;
- ধারন ক্ষমতার অতিরিক্তে বোঝাইয়ের ব্যাপারে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে;
- নৌ চলাচলের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য এবং দুর্যোগের সময় যাতে নৌযান কোনো ধরনের ঝুঁকির মধ্যে না পড়ে তা নিশ্চিত করতে ইলেক্ট্রনিক পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে;
- নিরাপদ নৌপরিবহনের জন্য এবং গ্রামীণ পানিপথে নৌ দুর্ঘটনা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নৌযান নিবন্ধন ও সার্ভে সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্তে সরকার আইনী কাঠামো প্রণয়ন করবে; অথবা বিদ্যমান আইনী কাঠামোর মধ্যে নৌযানসমূহকে নিবন্ধন ও সার্ভে সনদ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কৌশল-০২: গ্রামীণ পানিপথে চলাচল নিরাপদ, নির্বিঘ্ন ও দুর্ঘটনামুক্ত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের তদারকি জোরদারকণ ও জনসচেতনা বৃদ্ধি		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. গ্রামীণ পানিপথে জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতিরোধে নিরাপত্তা জোরদার	১. সমীক্ষা সম্পাদন ২. প্রতিবেদন তৈরি ৩. অগ্রাধিকারের তালিন প্রণয়ন	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও সেফটি পদক্ষেপগুলো গ্রহণে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা		
৩. নিরাপত্তা বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরি		

কৌশল০৩: গ্রামীণ পানিপথে চলাচলরত নৌযানসমূহ যথাযথ পরিচালন কাঠামোর মধ্যে আনতে ঘাট ডাক, রুট পারমিট, নিবন্ধন, বার্ষিক নবায়ন ফি, ও ভাড়া নির্ধারনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহে সম্পৃক্ততা জোরদারকরণ

গ্রামীণ পানিপথের ঘাট ডাক, রুট পারমিট, নিবন্ধন, বার্ষিক নবায়ন ফি, ও ভাড়া নির্ধারণ একটি কাঠামোর মধ্যে আনা জরুরি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহের এ ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠা করা গেলে একটি টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। গ্রামীণ পানিপথে শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ হবে একটি যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও উপকারভোগীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা সাপেক্ষে উপযুক্ত বিষয়গুলোর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা যেতে পারে।

কৌশল-০৩: গ্রামীণ পানিপথে চলাচলরত নৌযানসমূহ যথাযথ পরিচালন কাঠামোর মধ্যে আনতে ঘাট ডাক, রুট পারমিট, নিবন্ধন, বার্ষিক নবায়ন ফি, ও ভাড়া নির্ধারনে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহে সম্পৃক্ততা জোরদারকরণ		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. গ্রামীণ পানিপথে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা	১. বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন ২. সোস্যাল ডায়ালগ ৩. ফি ও ভাড়া স্থিরকরণ	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ		
৩. গ্রামীণ পানিপথে সেবার মান উন্নয়ন		
৪. নৌযানের মালিক, চালক, নৌযান সমিতি, ঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারণ		

মধ্যমেয়াদী কৌশল

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অর্থের সংস্থান এবং জনবল সংস্থানের বিষয়সমূহ মধ্যমেয়াদী কৌশলের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। মধ্যমেয়াদী কৌশলের আওতায় সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

কৌশল-০৪: গ্রামীণ পানিপথ প্রবাহমান ও কার্যকরভাবে ব্যবহার উপযোগী রাখতে জাতীয়ভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসহ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের কারিগরি, যান্ত্রিক ও পর্যাপ্ত অর্থ ও জনবল উন্নয়ন

গ্রামীণ পানিপথ পরিবহন নেটওয়ার্ককে সচল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের বিষয়। উজানের পানিপ্রবাহ কমে যাওয়া, স্বাভাবিক বৃষ্টির কম হওয়া, নদী, খাড়ি, নালা, বিল ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ার এর বিস্তৃত পানিপথের বছরজুড়ে নাব্য ধরে রাখা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এরপর রয়েছে দখল প্রবণতা। ভূ-উপরস্থিভাগের পানি ব্যবহারের ব্যাপারে জাতীয়ভাবে বহুমুখী উদ্দ্যোগ থাকলেও চাষাবাদে মূলত জনগণ ভূ-গর্ভস্থ পানি করছে এতে করে প্রতিবছর পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অন্যদিকে খনন না হওয়ার পলি জমে শিরা-উপশিরার মতো দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা এ গ্রামীণ পানিপ্রবাহ পথ ক্রমশ সংকুচিশ হয়ে আসছে। এ কারণে বর্ষামৌসুমে পানিপথ নৌযান চলাচলের যে ব্যাপ্তী থাকে খরা মৌসুমে তা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

অথচ যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া গেলে এসকল গ্রামীণ পানিপথের নাব্য ধরে রাখে কঠিন কাজ নয়। নিয়মিত খনন, পরিবেশবান্ধব রবার ড্যাম, স্লুইসগেট নির্মাণে মাধ্যমের বর্ষা মৌসুমের অব্যহিত পরেই পানি সংরক্ষণ করা গেলে অনেক ক্ষেত্রে নৌযান, মাছ চাষ ও কৃষি চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন সমন্বিত জাতীয় পরিকল্পনা। এ ভূ-উপরস্থিত পানি ব্যবহার করা গেলে ভূ-গর্ভস্ত পানির উপর চাপ করবে, যা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। গ্রামীণ পানিপথসমূহ অব্যহতভাবে কার্যকর রাখতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা যথাযথভাবে নির্ধারিত হলে এবং সম্পৃক্ততা এ উদ্যোগ টেকসই সাশ্রয়ী হবে।

গ্রামীণ পানিপথ প্রবাহমান ও কার্যকর রাখতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সক্ষমতার অভাব রয়েছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহ কারিগরি দক্ষতা, যান্ত্রিক সুবিধাদি, জনবল ও পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ পেলে গ্রামীণ এ পানিপথ অগ্রাধিকারভিত্তিতে কার্যকর রাখা সম্ভব। এ আর্থিক বিনিময়মূল্য বিনিয়োগের চেয়ে কখনও কম হবে না। গ্রামীণ পানিপথ ও পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। অর্থায়নে সম্ভাব্য উৎস হতে পারে: ১) বাংলাদেশ সরকার এবং; ২) উন্নয়ন সংযোগী।

পর্যায়ক্রমে গ্রামীণ পানিপথ ও ল্যান্ডিং স্টেশনগুলো উন্নয়নে দায়িত্বপ্রপ্ত সংস্থা একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার নিজস্ব উৎস ও উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। একই নৌপথ ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে টোল, ফি এবং লেভি আদায় অর্থসংস্থানের একটি সম্ভাব্য উৎস হতে পারে। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনা করে পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভিত্তিক শুল্ক বা চার্জ নির্ধারণ করা সমীচীন হবে না ফলশ্রুতিতে জাতীয় বাজেটের পাশাপাশি বিকল্প উৎস অনুসরণ করতে হবে। তবে বাস্তবতা হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ পানিপথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থযোজনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

কৌশল-০৪: গ্রামীণ পানিপথ প্রবাহমান ও কার্যকরভাবে ব্যবহার উপযোগী রাখতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় সংস্থার কারিগরি, যান্ত্রিক ও অর্থ ও জনবল সংস্থানের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর কারিগরি, যান্ত্রিক, অর্থ ও জনবল চাহিদা মূল্যায়ন	১. বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন ও চাহিদা নিরূপন ২. আউটসোর্সিং বা পিপিপি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা ৩. স্থানীয় সম্পদ আহরণের মধ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সীমিত পরিসরে হলেও কার্যক্রম শুরু ৪. জনবলের চাহিদা মূল্যায়ন ও নুন্যতম জনবল নিয়োগ	বিআইডাব্লিউটিএ, ওয়াটার বোর্ড, নদী কমিশন, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এনআইএলজি, বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএচিই, এলজিইডি
২. বিকল্প হিসেবে আউটসোর্সিং বা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপের মাধ্যমে পানিপথ নাব্য রাখার বিকল্প অনুসন্ধান		
৩. জাতীয় বাজেটের উপর নির্ভরতা কমিয়ে কীভাবে স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগিয়ে এ পানিপথ নেটওয়ার্ক সচল রাখা যায় তা অন্বেষণ		
৪. জনবল নিয়োগ ও বাস্তবভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ		

কৌশল-০৫: গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন

গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নে সুপরিকল্পিত ও টেকসই পরিকল্পনা একান্ত অবশ্যক । । গ্রামীণ পানিপথ ও নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যে বিনিয়োগ পরিকল্পনা তার কারিগরী ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে প্রয়োজনী সমীক্ষা সম্পাদন করতে হবে। সুপরিকল্পিত ও সুনিশ্চিতভাবে পানিপথ নেটওয়ার্ক উন্নয়ন করতে হবে যাতে করে তা সারাবছর নৌচলাচলের উপযোগী থাকে এবং সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যায়। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়নে সরকারের সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার থাকতে হবে । এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় জনবল ও অর্থের সংস্থান সরকারকে করতে হবে। এমনকি স্থানীয় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কীভাবে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে তার বিকল্পগুলোও অনুসন্ধান করতে হবে।

কৌশল-০৫: গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্ত করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. উদ্ভাবনী কৌশল কাজে লাগিয়ে দ্রুতসময়ে মাস্টারপ্ল্যান প্রণনয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা উন্নয়ন	১. দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগ ২. জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে সম্পদ সংগ্রহ ৩. অর্থ ও লোকবল নিয়োগ	বিআইডাব্লিউটিএ, ওয়াটার বোর্ড, নদী কমিশন, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এনআইএলজি, বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএচিই, এলজিইডি, আইডাব্লিউটি
২. জনবল নিয়োগ ও অর্থ বরাদ্দ		
৩. বাস্তবায়ন অগ্রাধিকার নির্ধারণ ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়ন		

কৌশল-০৬ঃ গ্রামীণ পানিপথসমূহের দুষণ, দখলমুক্ত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ রোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা জোরদারকরণ

গ্রামীণ পানিপথসমূহ নানাকারণে ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে দুষণ, দখলমুক্ত অবৈধ স্থাপনা। এসব অপতৎপরতা বন্ধ না করা গেলে গ্রামীণ পানিপথ পরিধি ও এর প্রবাহ সচল রাখার কঠিন হয়ে পড়ছে। টেকসই গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা, উন্নয়ন. বাস্তবায়ন এবং ব্যবস্থাপনার প্রতিটি স্তরে সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও কমিউনিটি গ্রুপের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। কমিউনিটি জনগণ মূলত নৌপথ সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করে। নৌযান চালক, সেবা প্রদানকারী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ পানিপথের মূল অংশীজন হিসেবে চিহ্নিত। তাদের অংশগ্রহণকে এমনভাবে উৎসাহিত করতে হবে যাতে করে তাদের মধ্যে মালিকানাবোধ সৃষ্টি হয় এবং তারা আগ্রহ নিয়ে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করতে থাকে।

<table>
<tr><th colspan="3">কৌশল-০৬ঃ : গ্রামীণ পানিপথসমূহের দুষণ, দখলমুক্ত অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ রোধে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পৃক্ততা ও ভূমিকা সুনির্দিষ্টকরণ</th></tr>
<tr><th>কৌশলগত উদ্দেশ্য</th><th>কার্যক্রম</th><th>দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা</th></tr>
<tr><td>১. গ্রামীণ পানিপথ দুষণ, দখল অবৈধ স্থাপনামুক্ত করা</td><td rowspan="3">১. তালিকা প্রণয়ন
২. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করা</td><td rowspan="3">এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ</td></tr>
<tr><td>২. গ্রামীণ পানিপথের স্বাভাবিক প্রবাহ বজায় রাখা</td></tr>
<tr><td>৩. দুষণকারী, দখলদার ও অবৈধ স্থাপনা নির্মাণকারীদের আইনের আওতায় সোর্পদ করা</td></tr>
<tr><td>৪. নৌযানের মালিক, চালক, নৌযান সমিতি, ঘাট ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারণ</td><td></td><td></td></tr>
</table>

কৌশল-০৭ঃ নৌযানের আকার ও ইঞ্জিনের হর্সপাওয়ার ও পানির পথের নাব্য ও বিস্তৃত অনুসারে নৌযানের ধরন সুনির্দিষ্টকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখতিয়ার প্রদান

গ্রামীণ পানিপথে যেসব নৌযান চলে সেগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নির্মিত। নৌযানগুলোর নির্মাণমান তদারকির জন্য স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষ নেই। সাধারণ অভিজ্ঞতা ও কান্ডজ্ঞান কাজে লাগিয়ে এগুলো বানানো হয়। নৌযানের কাঠামোগত সার্মথ্য ও ধরন বিবেচনা না করে অনেকসময় শক্তিশালী ইঞ্জিন বাসানো হয়। এবং তা করা হয় বেশি মুনাফা লাভের আশায়। যা অনেকক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে জীবন ও সম্পদহানির কারণ হয়। নৌযান নির্মাণের প্রকৌশলগত দিক, ইঞ্জিনের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ মানসম্পত পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্মাণ ও পরিচালনা করা আবশ্যক।

কৌশল-০৭: নৌযানের আকার ও ইঞ্জিনের হর্সপাওয়ার ও পানির পথের নাব্য ও বিস্তৃত অনুসারে নৌযানের ধরন সুনির্দিষ্টকরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে এখতিয়ার প্রদান		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. নিরাপদ গ্রামীণ পানিপথ তৈরি	১. বর্তমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন ২. নৌযান মালিকদের সঙ্গে আলোচনা ৩. মানসম্মত নৌযান নির্মাণ নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুবিধা সম্প্রসারণ	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. নৌযানের মালিকদের সম্পৃক্তকরণ		
৩. মানসম্মত নৌযান তৈরি ও ব্যবহার		

কৌশল-০৮: গ্রামীণ পানিপথের সঙ্গে দুর্গম এলাকা বিশেষত চর বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর এবং জাতীয় সড়ক নেটওর্য়াকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ;

পল্লি জনপদে বসবাসরত মানুষের পরিবর্তনশীল চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের যোগাযোগ মাধ্যমের সংযুক্তি প্রয়োজন বিশেষত সড়কপথ ও পানিপথের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ফলে ব্যবহারকারীদের খরচ ও সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। বিভিন্ন পরিবহণের মধ্যে সমন্বয়ের লক্ষ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাগুলোকে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় ও নিয়মিত তথ্য আদান-প্রদান করতে হবে।

পল্লী অঞ্চলের সড়ক ও পানিপথের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। নূন্যতম পরিবহন ব্যয় ও সময়ের নিশ্চয়তা বিধানকল্পে গ্রামীণ সড়ক ও পানিপথের সমন্বয়ে একটি দক্ষ পরিবহন গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত মহাপরিকল্পনার নির্দেশনা অনুসারে ঐ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত হবে। এলজিইডি ও বিআইডাব্লিউটিএ নিয়মিত সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে যাতে করে জাতীয় ও গ্রামীণ পানিপথ ব্যবহার করে নির্বিঘ্ন যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের প্রবাহ অক্ষুন্ন থাকে।

কৌশল-০৮: গ্রামীণ পানিপথের সঙ্গে দুর্গম এলাকা বিশেষত চর বা দুর্গম এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর এবং জাতীয় সড়ক নেটওর্য়াকের সঙ্গে সংযুক্ত করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. সমন্বিত যোগাযোগ নেটওর্য়াক গড়ে তোলা। পানিপথ ও সড়কপথের মধ্যে সংযোগ স্থাপন	১. কর্মপরিধি নির্ধারণ ও কর্ম-দায়িত্ব বন্টন ২. বিনিয়োগ প্রভাব মূল্যায়ন ৩. বাজেটের সহজলভ্যতা বিবেচনা সাপেক্ষে বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি	বিআইডাব্লিউটিএ, ওয়াটার বোর্ড, নদী কমিশন, পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা, এনআইএলজি, বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএচিই, এলজিইডি, আইডাব্লিউটি
২. যোগাযোগ অর্থ ও সময়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী করা		
৩. আর্থ-সামাজিক সকল সূচকের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা		

কৌশল-০৯: নদী, খাঁড়ি, বিল বা জলাশয়ের ঘাট থেকে নিকস্থ সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করতে প্রয়োজনীয় সড়ক-সেতু নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ

নদী, খাঁড়ি, বিল বা জলাশয়ের ঘাট যেখানে শেষ সেখান যোগাযোগ সহজতর করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। অনেকসময় নৌযান নোঙরের স্থান থেকে নিদিষ্ট গন্তব্যে পৌছতে নানা জটিলতার মুখোমুখি হতে এবং তা হয় মূলক উন্নত সড়ক সংযোগ না থাকার কারণে। কেবল সড়ক সংযোগ নয় কোথাও বা একটা সেতু, কালভার্ট নির্মাণের বিশেষ চাহিদা থাকে। এমনকি চরাচলের জন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পদ্ধতি যেমন-ডুবো সড়কের বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। মোদ্দা কথা হলো- একটি সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে যে ন্যুনতম প্রতিবন্ধকতা থাকে তা সরিয়ে দিতে পারলে সহজেই সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাটি গড়ে তোলা সম্ভব।

কৌশল-০৯: নদী, খাঁড়ি, বিল বা জলাশয়ের ঘাট থেকে নিকস্থ সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ সহজতর করতে প্রয়োজনীয় সড়ক-সেতু , জেটি, ঘাট বা শেড, প্লাটুন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্তকরণ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. সংযোগকরণের জন্য চাহিদা মূল্যায়ন	১. সমীক্ষা সম্পাদন	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ	২. প্রতিবেদন তৈরি	
৩. নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন	৩. অগ্রাধিকারের তালিন প্রণয়ন	

দীর্ঘমেয়াদী কৌশলসমূহ:

দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হিসেবে সেগুলো বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা হয়েছে যেগুলো মূলত আইন ও নীতিকাঠামো এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃত্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি জীবনজীবিকা, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, যোগাযোগ অর্থাৎ সার্বিক জীবনযাত্রার ওপর বিশেষ ভূমিকা রাখবে। স্থায়ী কাঠামোগত দিক ও টেকসই প্রভাবের বিষয়টিকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

কৌশল-১০: গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহের জন্য সহায়ক আইন ও নীতিকাঠামো প্রণয়ন, সংশোধন বা সাজুয্যকরণ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডাব্লিইটিএ)-এর আওতার বাইওে রয়েছে বিস্তৃত গ্রামীণ পানিপথ। এ পানিপথ গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে আবহমান কাল থেকে রাখছে অনবদ্য ভূমিকা। গ্রামীণ পানিপথ পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য সাশ্রয়ী একটি উপায়। গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে এ পানি রেখে চলেছে বিশেষ ভূমিকা। পানিপথ অবারিত থাকলে যোগাযোগের ক্ষেত্র হয় প্রসারিত এবং যখন তা সংকুচিত হয়ে পড়ে তখন যোগাযোগ হয়ে পড়ে সীমিত। নদী-নালা-খাল-বিল ভরাট হয়ে যাওয়া গ্রামীণ পানিপথ নির্ভর যোগাযোগ চ্যাঞ্জের মুখে ফেলেছে। সঙ্গে রয়েছে দূষণ, ভরাট, দখল ও অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ।

পাবলিক প্রোপার্টি হিসেবে গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় ইস্যু। গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকায় এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে

লাগানো যাচ্ছে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ গ্রামীণ পানিপথ রক্ষণাবেক্ষণ করা গেলে তা জাতীয় অগ্রগতির সকল সূচকে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাংলাদেশের বিস্তৃত যে পানি সম্পদ যার বড় একটি অংশ হলো গ্রামীণ পটভূমিতে অবস্থিত এবং মূলত কর্তৃপক্ষীয় ব্যবস্থাপনার দিক থেবে অনেকাংশে অরক্ষিত। এসব নদ-নদী, খাল-বিল ও জলাশয়, হাওর, বাওড় ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সরকারের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার যেমন- জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদের অধিকতর ও কার্যকর সম্পৃক্ততার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও নীতি কাঠামোসমূহ পর্যালোচনা সাপেক্ষে গ্রামীণ পানিপথনির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে আইনী ও নীতি কাঠামোর সঙ্গে সাজুয্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর সম্পৃক্ততা জরুরি বিষয় হিসেবে বিবেচনা হচ্ছে। অর্থাৎ আইন ও নীতিকাঠামোন দিক থেকে কর্তব্যের স্পষ্টীকরণের প্রয়োজনীয় বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

কৌশল-১০: গ্রামীণ পানিপথ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহের জন্য সহায়ক আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন বা সাযুজ্যকরণ		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১.বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি পর্যালোচনা ও কর্মপরিধি নির্ধারণ	১. আইন ও নীতি পর্যালোচনা কমিটি গঠন	বিআইডাব্লিউটিএ, ওয়াটার বোর্ড, নদী কমিশন, এনআইএলজি, এলজিইডি
২. গ্রামীণ পানিপথের পরিধি চিহ্নিতকরণ ও দায়িত্ব নির্ধারণ	২. পর্যালোচনা, খসড়া প্রস্তুতকরণ, ভ্যালিডেশন	
৩. নীতি প্রণয়ন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন বা সাযুজ্যকরণ	৩. দায়িত্ব বণ্টন ও কর্মপরিধি স্থিরকরণ ও নীতি/সার্কুলার/পরিপত্র জারি	
৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত সরকারি সংস্থাকে দায়িত্বভার অর্পন		

কৌশল-১১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহকে সম্পৃক্ত করে এলজিইডিকে গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বভার অর্পন

স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) নিম্নোক্ত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণে গ্রামীণ পানিপথ ও গ্রামীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি গত শতাব্দির ৯০-এর দশক থেকে পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীত আইনসমূহে এ দায়িত্ব গ্রহণের এখতিয়ার প্রদান করা হয়েছেঃ i) উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ এবং উপজেলা পরিষদ (কর্মসূচি বাস্তবায়ন) বিধিমালা, ২০১০, ii) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন ২০০৯, এবং ইউনিয়ন পরিষদ (উন্নয়ন পরিকল্পনা) বিধিমালা, ২০১৩ , অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকলপনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ও জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট পানিসম্পদ ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ পানিপথসমূহ ও গ্রামীণ সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অঙ্গীভুতকরণ (integration) করা গেলে কম খরচে, সহজে এবং স্থানীয় জনগণের চাহিদার আলোকে গ্রামীণ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নিবে-যার মধ্যে অন্যতম হলো:

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আন্তঃসমন্বয় প্রতিষ্ঠা;
- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রামীণ পানিপথ পর্যায়ক্রমে পুনরুজ্জীবিত করা;
- সুরক্ষা বাঁধ নির্মাণ;
- যাত্রী ও মালামাল ওঠানামার জন্য ল্যান্ডিং স্টেশন ও ঘাট নির্মাণ-;
- চ্যানেল মার্কিংসহ নৌ-নিরাপত্তার বিধান;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন

কৌশল ১১: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাসমূহকে সম্পৃক্ত করে এলজিইডিকে গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্ব অর্পন

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও এলজিইডির মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা	১. আইন ও নীতি কাঠামো তৈরি ও অনুমোদন ২. পানিপথ উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রাধিকার ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ৩. দায়িত্ব বণ্টনসম্পর্কিত নীতি/সার্কুলার/পরিপত্র জারি	পরিকল্পনা মন্ত্রণায়লয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়
২. উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রাধিকার নির্ধারণ		
৩. পানিপথ উন্নয়ন বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন		
৪. কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ হিসেবে এলজিইডির ওপর দায়িত্ব অর্পন		

কৌশল-১২: পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

গ্রামীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার অন্যতম বলিষ্ঠ দিক হলো এটি পরিবেশবান্ধব। কার্যকর পানিপথকেন্দ্রিক পরিবহন ব্যবস্থার জন্য নদী বা খালে একটি নির্দিষ্ট পরিমান পানি প্রয়োজন এবং জীববৈচিত্র্যের জন্য প্রয়োজন অধিকতর পানির প্রবাহ। পানিপথ যতবেশি ব্যবহার করা যাবে কার্বন সাশ্রয় তত বেশি হবে। কারণ দশ লক্ষ টন পণ্য নৌযানের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য পানিপথে ৫ লক্ষ ঘনফুটের চেয়ে কম কার্বন নিঃসরন হয়; অন্যদিকে ট্রাকের মাধ্যমে সড়কপথে এ পরিমাণ পণ্য পরিবহণ করা হলে ২৬ মিলিয়ন ঘনফুট কার্বন নিঃসরণ হয়। গ্রামীণ পানিপথে যেসব যান্ত্রিক নৌযান চলে সেগুলোতে বিপরীত মুখী কোনো গিয়ারসিস্টেম নাই ফলে বেশি পরিমাণ ডিজেলের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এসব নৌযানে বিপরীতমুখী জ্বালানীবান্ধব গিয়ারসিস্টেম চালু করা গেলে আরও কম কার্বন নিঃসরণ হবে।

কৌশল-১২: পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও সামাজিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. পরিবেশ, সামাজিক ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা	১. পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতি অনুসরণ ২. প্রভাব মূল্যায়ন ও করণীয় নির্ধারণ	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. মানুষের জীবন ও জীবিকার ওপর ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি		
৩. পানিসম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত		

কৌশল-১৩: গ্রামীণ পর্যায়ে পানিপথকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত করা

গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ দেশের পর্যটন শিল্পের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। গ্রামীণ পানিপথকেন্দ্রিক সুযোগ সুবিধা উন্নয়ন করা গেলে তা গ্রামীণ পানিপথে পরিভ্রমণে পর্যটকদের আগ্রহী করে তুলবে। গ্রামীণ পানিপথ এমনভাবে উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করতে হবে যাতে করে পর্যটনশিল্প বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

কৌশল-১৩: গ্রামীণ পর্যায়ে পানিপথকেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিতকরণ		
কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা
১. অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করা	১. তালিকা প্রণয়ন ২. স্পষ্টসমূহ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ ৩. পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য প্রচার	এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ
২. পর্যটন স্পটগুলো উন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়া		
৩. নতুন সম্ভাবনাময় পর্যটন সম্পর্কে প্রচার		

উপসংহার:

মূল কথা হলো, গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়ন করা গেলে সার্বিক উন্নয়নের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। গ্রামীণ পানিপথ উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রিয় সংস্থা হিসেবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ওপর দায়িত্ব অর্পন করা যেতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, সংস্থা বা বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়ের করে এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন করতে পারে। তবে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে গ্রামীণ পানিপথ পরিবহন ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করা গেলে তা নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।